

চতুর্দশ অধ্যায়

গিঁজন্তু ক্রিয়া

কোন ক্রিয়া বা কাজ নিজে না করে অন্যের দ্বারা করালে তাকে গিঁজন্তু ক্রিয়া বলে। সাধারণত ধাতুর উত্তর অয অথবা আপয় প্রত্যয় যোগে গিঁজন্তু ক্রিয়া গঠিত হয়। অয এবং আপয় পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে ই এবং আপ হয়। যথা-

অয প্রত্যয় যোগে

√ ভুজ্ + অয + তি = ভুজযতি, ভোজেতি; √ গম্ + অয + তি + গমযতি, গবেতি; √ পুচ্চ + অয + তি = পুচ্চযতি, পুচ্ছেতি।

অপয় প্রত্যয় যোগে

√ দা + আপয় + তি = দাপযতি, দাপেতি; √ ঠা + আপ + তি = ঠাপযতি, ঠাপেতি; √ ছিদ্ + আপয় + তি = ছদাপযতি, ছিদাপেতি।

উভয় প্রত্যয়যোগে

√ কর্ = কারযতি, কারেতি, কারাপযতি, কারাপেতি।

বাক্য রচনা

- ক) উপাসিকা ভিক্ষুকে ভোজন করচ্ছে-উপাসিকা বিক্খুং ভোজযতি।
- খ) শিক্ষক ছাত্রকে হাসাচ্ছেন-শিক্ষকো সাবকং হাসাপেতি।
- গ) রাজা দরিদ্রকে ধন বিতরণ করছেন-রাজা দলিদ্দস্ ধনং দাপযতি।
- ঘ) পিতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পঠাচ্ছেন-পিতা পুত্তং বিজ্জালয়ং গমযতি।

যগন্ত ক্রিয়া

ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে ধাতুকে দ্বিরাবৃত্তি করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে যগন্ত ক্রিয়া বলে। যথা-

√ গম্- গ + গম্ + তি = জগমতি, √ চল্- চ + চল্ + তি = চঞ্চলতি, কম্ - ক + কম্ + তি = চঞ্চমতি, √ জিল্ - জ + জল্ + তি = জজলতি, √ জন্- জন + জন্ + তি = জগ্জনতি।

বাক্য রচনা

- ক) স্থবির চংক্রমণ করছেন-থেরো চঞ্চমতি।
- খ) বালকটি আঙিনায় ছুটাছুটি করছে-দারকো অঙ্গনে চঞ্চলতি।
- গ) আকাশে তারাগুলো পুনঃ পুন জ্বলছে-আকাসে নক্খল্লা জলজলতি।
- ঘ) রাজা উদ্যানে ইতস্তত বিচরণ করছেন-রাজা উয়্যানে জগমতি।

সনন্ত ক্রিয়া

কর্তার ইচ্ছাকে বুঝাতে ধাতুর উত্তর খ, ছ, স প্রত্যয়যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে সনন্ত ক্রিয়া বলে।

নিয়মাবলি

- ১। খ, ছ, স প্রত্যয় পরে থাকলে একস্বর বিশিষ্ট ধাতুর আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিত্ব হয়। দ্বিত্ব হলে পূর্ব ব্যঞ্জনবর্ণকে অভ্যাস বলে।
- ২। অভ্যাসের দীর্ঘস্বর হয়।
- ৩। বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অভ্যাস হলে তদস্থানে যথাক্রমে সে বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ আদেশ হয়।
- ৪। অভ্যাসের ক, গ এবং হ স্থানে জ আদেশ হয়।
- ৫। অভ্যাসের ক স্থানে চ হয়।
- ৬। অভ্যাসের অন্তস্থিত স্বরবর্ণ স্থানে ই আগম হয়।

উদাহরণ

(ক) খ প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{\text{দিস্}} + \text{খ} = \text{দিদিক্খতি}$, $\sqrt{\text{ভুজ্}} + \text{খ} = \text{ভভুক্খতি}$, $\sqrt{\text{তিজ্}} + \text{খ} = \text{তিতিক্খতি}$, $\sqrt{\text{মুজ্}} + \text{খ} = \text{মমক্খতি}$ ।

(খ) ছ প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{\text{দা}} + \text{ছ} = \text{দিচ্ছতি}$, $\sqrt{\text{দিত্}} + \text{ছ} = \text{চিকিচ্ছতি}$, $\sqrt{\text{ঘস্}} + \text{ছ} = \text{জিঘিচ্ছতি}$, $\sqrt{\text{গুপ্}} + \text{ছ} = \text{জিগুচ্ছতি}$ ।

(গ) স প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{\text{পা}} + \text{স} = \text{পিপাসতি}$, $\sqrt{\text{গম্}} + \text{স} = \text{জিগমিস্‌সতি}$, $\sqrt{\text{ঠ}} + \text{স} = \text{তিট্ঠাসতি}$, $\sqrt{\text{জ}} + \text{স} = \text{জিগঙসতি}$ ।

বাক্য রচনা

- ১। ব্যাধ পাখিটিকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে- লুন্ধকো সকুণং জিঘাসতি।
- ২। সে ত্রিপিটক পাঠ করতে ইচ্ছা করে-সো ত্রিপিটকং পিপিট্ঠসতি।
- ৩। কেউ মরতে চায় না-কোচি ন মুমুস্‌সতি।
- ৪। তারা ধর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছা করে-তে ধম্মসবনং সস্‌সুসতি।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর উত্তর, অন্ত, মান, ত, তব্ব, তনীয় ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। প্রত্যয় যে বিশেষ্য পদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে বিশেষ্য পদের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তির আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ তিন প্রকার। যথা- বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ।

ক্রিয়ার রূপ যখন একই সঙ্গে ক্রিয়া এবং বিশেষণের কাজ সম্পন্ন করে তখন তাকে ক্রিয়া বাচক বিশেষণ বলে। যেমন-মহু + মানো = মহীযমানো, ভূ + তব্ব = ভূতব্ব।

১। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর সাথে অন্ত, অং, মান, আন ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যথা- অন্ত, অং যোগে

পচ্ + অন্ত = পচন্ত, পচ্ + অং = পচং, গম্ + অন্ত = গচ্ছন্ত, গম্ + অং = গচ্ছং।

মান, আন যোগে

$\sqrt{\text{পচ্} + \text{মান}} = \text{পচমান}$, $\sqrt{\text{চর} + \text{মান}} = \text{চরমানি}$, $\sqrt{\text{পচ্} + \text{আন}} = \text{পচান}$, $\sqrt{\text{চর} + \text{আন}} = \text{চরান}$ ।

২। অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

অতীতকাল বোঝালে ধাতুর সাথে ত, ন, তবন্ত, তাবী ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। অতীত ক্রিয়া বাচক বিশেষণ দ্বিবিধ। যথা- জি + তব্ব = জিতব্ব।

উদাহরণ

ত, তব্ব প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{\text{জি} + \text{ত}} = \text{জিত}$, $\sqrt{\text{জি} + \text{তবন্ত}} = \text{জিতব্ব}$, $\sqrt{\text{জি} + \text{তাবী}} = \text{জিতাবী}$, $\sqrt{\text{গী} + \text{ত}} = \text{গীতি}$, $\text{গী} + \text{তবন্ত} = \text{গীতব্ব}$, $\text{গী} + \text{তাবী} = \text{গীতাবী}$ ।

ত, ন প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{\text{ভিক} + \text{ত}} = \text{ভিন্}$, $\sqrt{\text{দা} + \text{ত}} = \text{দন্}$, $\sqrt{\text{ছিদ} + \text{ত}} = \text{ছিন্}$, $\sqrt{\text{পা} + \text{ত}} = \text{পীত}$ ।

ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

উচিত অর্থে ধাতুর উত্তর তব্ব, অনীয় ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়।

যথা-

তব্ব প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{\text{গম্} + \text{এব}} = \text{গন্তব্ব}$, $\sqrt{\text{দা} + \text{তব্ব}} = \text{দাতব্ব}$ ।

অনীয় প্রত্যয়যোগে

$\sqrt{\text{পূজ্} + \text{অনীয়}} = \text{পূজনীয়}$, $\sqrt{\text{পচ্} + \text{অনীয়}} = \text{পচনীয়}$, $\sqrt{\text{গম্} + \text{অনীয়}} = \text{গমনীয়}$ ।

য প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{\text{ভূজ্} + \text{য}} = \text{ভোজ্}$, $\sqrt{\text{গম্} + \text{য}} = \text{গম্ম}$, $\sqrt{\text{পা} + \text{য}} = \text{পেয}$ ।

বাক্য রচনা

আমি ক্রন্দনরত লোকটাকে দেখলাম- অহং রোদন্তং নরং পস্‌সিং।

আমাকে বাড়ি যেতেই হবে-মযা গেহং গন্তব্বং।

তোমাদের ধর্ম শ্রবণ করা উচিত-তুম্‌হেতি ধম্মং সোতব্বং।

সে দাঁড়িয়েই কাঁদছিল-সো রোদমনা ব অট্‌ঠাসি।

অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না তাদিগকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অসমাপিকা ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা-Gerund এবং Infinitive- এ দুটি ক্রিয়া দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না বলে এদের অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

১। Gerund ক্রিয়ার মূল অথবা প্রতিপাদিকের সাথে ত্বা, ত্বান, ত্বন, য প্রত্যয় যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে Gerund বলে। বাংলায় ক্রিয়ার সাথে ইয়ে, ইংরেজিতে ক্রিয়ার সাথে ing যোগ হয়। Gerund কে ত্বা প্রত্যয় বলে। যথা- পঠ + ত্বা = পঠিত্বা।

ত্বা প্রত্যয় যোগে

√গম্ + ত্বা = গম্‌ত্বা, √পচ্ + ত্বা = পচ্‌ত্বা, √লভ্ + ত্বা = লভিত্বা, √দা + ত্বা = দত্বা, √কর্ + ত্বা = কত্বা, √জ্ + ত্বা = জেত্বা, নি + নি + ত্বা = নেত্বা।

য প্রত্যয় যোগে

√ভুজ্ + য = ভুজ্যেয, √চিন্ত্ + য = চিন্ত্যেয।

ত্বান প্রত্যয় যোগে

√কর্ + ত্বান = কত্বান, √গম্ + ত্বান = গম্‌ত্বান, √দা + ত্বান = দত্বান।

ত্বন প্রত্যয় যোগে

√কর্ + ত্বন = কত্বন, √দা + ত্বন = দত্বন।

১। Infinitive ক্রিয়ামূল অথবা প্রতিপাদিকের সাথে তবে, তুযে, তাবে, তুযং-এ চারটি প্রত্যয় যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে Infinitive বলে। বাংলায় ক্রিয়ার সাথে ইয়া প্রত্যয় যুক্ত করে এবং ইংরেজিতে ক্রিয়ার আগে to যোগ হয়। Infinitive কে ত্বং প্রত্যয় বলা হয়।

ক) ত্বং প্রত্যয় যোগে

√পচ্ + ত্বং = পচ্‌ত্বং, √দা + ত্বং = দাত্বং, √গম্ + ত্বং = গম্‌ত্বং, √নি + ত্বং = নেত্বং, √ছিদ্ + ত্বং = ছিন্দিত্বং, √সু + ত্বং = সোত্বং।

খ) তাবে, তুযে, তাযে প্রত্যয় যোগে

দা + তাবে = দাতবে, পহ + তাবে = পহাতবে, মর + তুযে = মরিতুযে, দিস + তাযে = দক্ষিতাযে।

বাক্য রচনা

আমি বাড়ি গিয়ে ভাত খাব- অহং গেহং গন্তা ভত্তং ভুঞ্জিস্সামি ।

আমি প্রব্রজ্যা গহণ করতে ইচ্ছা করি- অহং পব্বজিতুং ইচ্ছামি ।

বাড়ি এসে আমি তাকে দেখলাম- ঘরং আগত্ত্বা অহং তং পস্সিং ।

চাকরেরা ভাত খেয়ে চলে গেল- দাসা ভত্তং খাদিত্বা গচ্ছিংসু ।

আমি তাকে স্কুলে যেতে দেখলাম- অহং তং বিজ্জালয়ং গন্তং পস্সিং ।

সে এখানে গান গাইতে আসবে- সো ইধং গীতুং আগচ্ছিংসসতি ।

রাম বাড়ি গিয়ে কাজ করবে- রামো গেহং গন্তা কম্মং করিস্সসি ।

দুষ্ট বালকেরা বিদ্যালয়ে যেতে চায় না- বাল দারকা বিজ্জালয়ং গচ্ছিতুং ন ইচ্ছন্তি ।

অলস লোকেরা কাজ করতে ইচ্ছা করে না- অলসা কম্মং কাতুং ন ইচ্ছন্তি ।

সে বনে গিয়ে গাছ কেটে ফিরে এল- সে বনং গন্তা বুকখং ছিন্দিত্বা পচ্ছাগমি ।

নামধাতু

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের আয়, ইয়, ঈয় এবং আপ যুক্ত হয়ে কতকগুলো ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। আচরণ করা, ইচ্ছা বা কামনা করা ইত্যাদি অর্থে নামধাতু ব্যবহৃত হয়। নামপদের উপর বিভক্তি যোগ করে এ সকল ক্রিয়াপদ গঠিত হয় বলে এদের নামধাতু বলে।

উদাহরণ

আয় প্রত্যয়যোগে-

পবত = পবতায়তি, করুণা = করুণায়তি, ধন = ধনায়তি, মেত্তং = মেত্তায়তি ।

ইয় এবং ঈয় প্রত্যয় যোগে

পুত্ত = পুত্তীয়তি, নদী = নদীয়তি, পত্ত = পত্তীয়তি, চীবর = চীবরয়তি ।

আপ প্রত্যয় যোগে

দুক্খ = দুক্খাপেতি, সুখ = সুখাপেতি ।

বাক্য রচনা

দরিদ্র ধন লাভ করতে ইচ্ছা করে- দলিদ্দো ধনায়তি ।

নগরে প্রাচীরটি পর্বতের কাজ করে- নগরস্স পাকারং পবতায়তি ।

ভিক্ষু উপাসকের নিকট চীবর পেতে ইচ্ছা করে- ভিক্ষু উপাসকং চীবরায়তি ।

ছেলেটি হৃদকে সমুদ্র মনে করে- দারকো রদং সমুদ্বায়তি ।

শিক্ষক ছাত্রকে পুত্রের ন্যায় আচরণ করে- সিক্খকো সাবকং পুত্তীয়তি ।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। আ এবং আপষ এর পরিবর্তিত ক্রিয়া কোনটি?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ক. সমাপিকা ক্রিয়া | খ. গিজন্ত ক্রিয়া |
| গ. সনন্ত ক্রিয়া | ঘ. যঙন্ত ক্রিয়া |

২। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কত প্রকার?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. দু প্রকার | খ. তিন প্রকার |
| গ. চার প্রকার | ঘ. পাঁচ প্রকার |

৩। অসমাপিকা ক্রিয়া কয় প্রকার?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. দু প্রকার | খ. তিন প্রকার |
| গ. চার প্রকার | ঘ. পাঁচ প্রকার |

খ. পালিতে অনুবাদ কর :

মাতা কন্যাকে বিহারে পাঠাচ্ছেন। দেবদত্ত বিশ্বিসারকে হত্যা করিয়েছেন। রাজা উদ্যানে ইতস্তত বিচরণ করছেন। মাতা পুত্রশোকে বার বার কাঁদছে। তার সমুদ্র দেখতে ইচ্ছা করে। সে পুস্তক পড়তে ইচ্ছা করে। আমি তাকে যেতে দেখেছিলাম। তুমি কার ভয়ে ভীত। দরিদ্রকে কিছু দান করা উচিত। ছেলেরা নদীতে গিয়ে মাছ ধরল। সে ভিক্ষুকে দর্শন করতে এসেছিল। সে বাড়ি গিয়ে ভাত খাবে। সন্তানের উন্নতি পিতামাতাকে সুখী করে। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণ কর।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. গিজন্ত ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।
২. পালিতে যঙন্ত ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ দাও।
৩. যঙন্ত ক্রিয়ার সংজ্ঞা লেখ।
৪. সনন্ত ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।
৫. ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কাকে বলে? ইহা কয়প্রকার ও কী কী?
৬. বর্তমান ও ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কীভাবে গঠিত হয়। উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।
৭. অসমাপিকা ক্রিয়ার সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।
৮. অসমাপিকা ক্রিয়া কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।
৯. পালিতে ত্বা এবং ত্বং প্রত্যয় কীভাবে গঠিত হয় দেখাও।
১০. কীভাবে নামধাতু গঠিত হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।